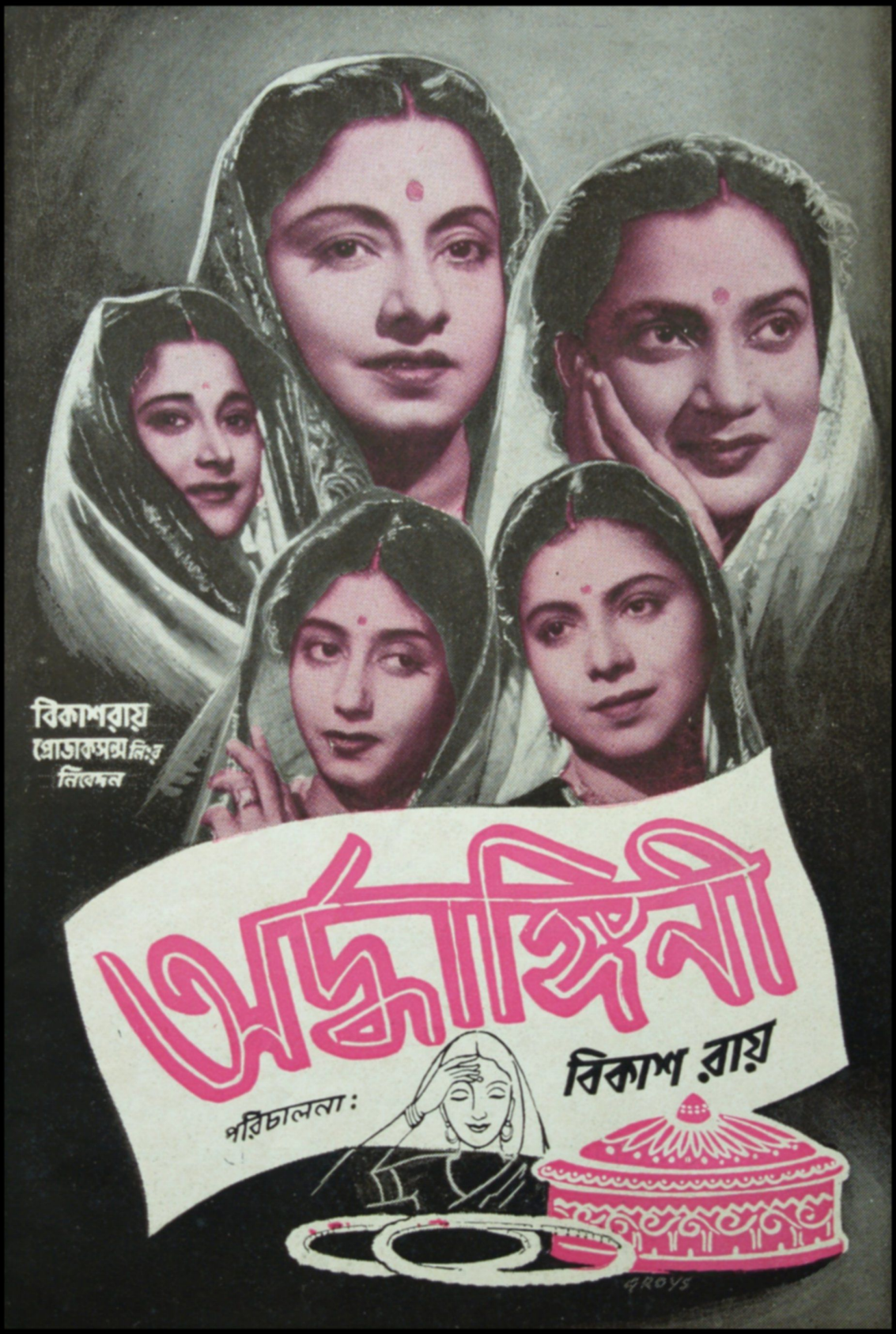
বিকাশরায়
প্রোডাকসন্স লিঃ
নিবেদন
অর্দ্ধাঙ্গিনী
পরিচালনা :
বিকাশ রায়
GROYS

বিকাশরায় প্রোডাক্সন্স লিমিটেড্ এর

নিবেদন

অর্দ্ধাঙ্গিনী

রূপায়ণে ঃ

পাহাড়ী সান্যাল	... ...	সুনন্দা দেবী
বিকাশ রায় ...	... ...	মঞ্জু দে
জীবেন বসু ...	... ...	ভারতী দেবী
অসিতবরণ ...	... ...	সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী
নির্ম্মল কুমার ...	... ...	সবিতা চ্যাটার্জ্জী

ভানু ব্যানার্জি, নবদ্বীপ হালদার, অজিত চ্যাটার্জি, অমর মল্লিক,
বুলু, গৌতম, গোরাচাঁদ, পিনাকী চন্দন, খগেন পাঠক,
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বাণীকণ্ঠ, ঋষি ব্যানার্জি,
বুলুরানী, ভুটি, ছবিছবু, লীলাবতী।

সুরসৃষ্টি ঃ নচিকেতা ঘোষ প্রযোজনা ঃ অসীম পাল

পরিচালনা ঃ বিকাশ রায়

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
গীতিকার ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে
টেক্‌নিসিয়ানস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত
ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

● একমাত্র পরিবেশক ●

জনতা পিকচার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

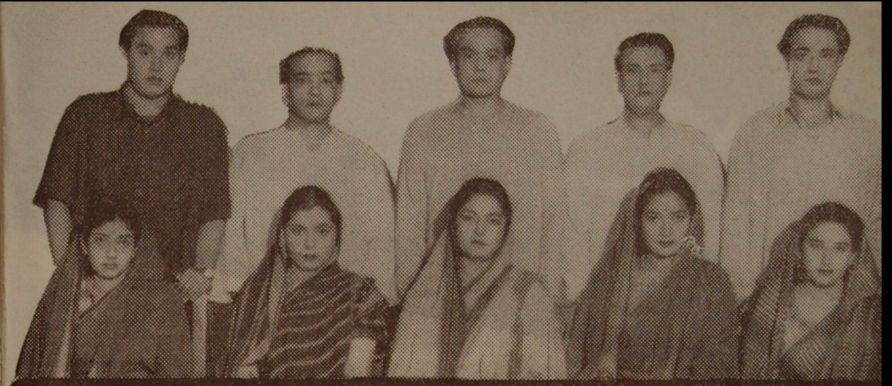

বেলঘরিয়ার বাঁড়ুজ্যে পরিবারের পরিচিতি...

বেলঘরের বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর হাল চালই আলাদা। দেখে শুনে মনে হতে পারে পাগলা-গারদে এসে পড়লাম বুঝি।

ভয় নেই, সে রকম কিছু নয়।

আসলে পাঁচ ভাই—যতীন, রবীন, নবীন, প্রবীর আর মিহির, যে যার খেয়ালখুশীতে মশগুল হয়ে আছে। পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণটা অঢেল, কাজেই ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই। যতীন আছে দাবাখেলা আর বিষয়সম্পত্তির তদারক নিয়ে। মেজ রবীন, আইনের কেতাব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে লোক দেখলেই আইনের কূটতর্ক ফেঁদে বসে। সেজ নবীন ইঞ্জিনিয়ার, বাইরে চাকরি, ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ আছে পুরোমাত্রায়, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পরিমাণে উনিশ-বিশ হলেই হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে—বাইরে থাকে তাই রক্ষে। প্রবীর হালে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে—প্র্যাকটিসের চেয়ে বাড়ী শুদ্ধু সবারই স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে নজর অনেক বেশী। নিজের ছেলের তো কথাই নেই, অন্য কারও খাবারে 'ফুড ভ্যালু' একটু কম হলেও রক্ষে নেই! ছোট মিহির আছে গান বাজনা নিয়ে।

পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ বউ—সারদা, লতিকা, কুন্তলা, জয়শ্রী, মঞ্জরী। আপাত-দৃষ্টিতে যেটাকে পাগলা গারদ বলে মনে হতে পারে সেই বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর সংসারটা বলতে গেলে চালায় এই পাঁচ বউ। পাঁচ ভাইয়ের উদ্ভট যত খেয়াল আর উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করে। বিশেষ করে বড় বউ সারদা—খুব ছোট বেলায় এ বাড়ীতে এসেছে—বড় বোনের মত আর চারটী বউকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

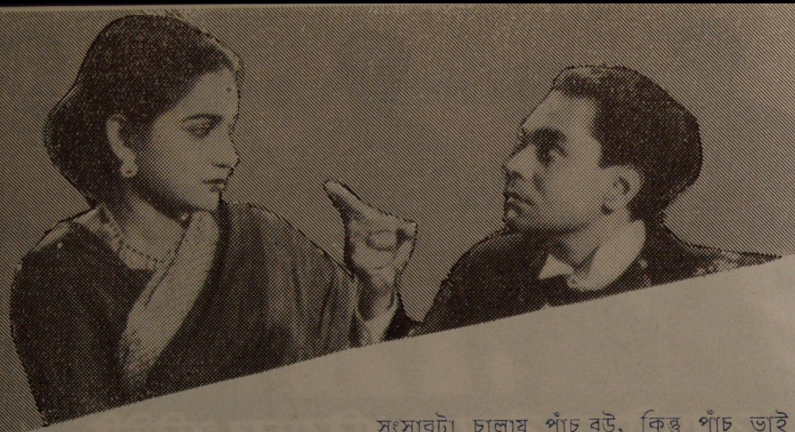

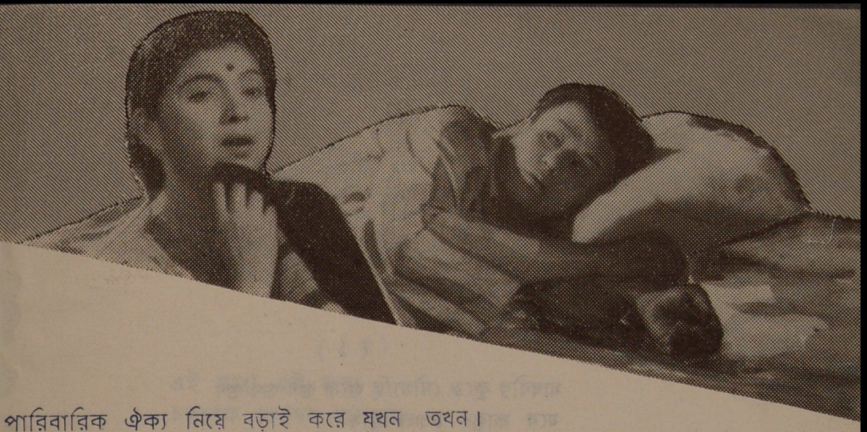

সংসারটা চালায় পাঁচ বউ, কিন্তু পাঁচ ভাই তাদের পারিবারিক ঐক্য নিয়ে বড়াই করে যখন তখন। বিশেষ করে রবীন। তার বিশ্বাস, তারা পাঁচটীতে পাঁচ আঙ্গুলের মত এক হয়ে, মিলে মিশে আছে বলেই বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর এই বাড়-বাড়ন্ত, সুখশান্তি। বউয়েদের হাতে ভার থাকলে এত বড সংসার কবে উচ্ছন্ন হয়ে যেত।

বউরা হাসিমুখে সব সহ্য করে। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে ?

সেই সীমাটাই হঠাৎ মুছে গেল, নবীনের ছেলে কমলের উপনয়ন উপলক্ষ করে। পাঁচ ভাই দেশ শুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে বসলো, কিন্তু কাজের দিন দেখা গেল কেউ বসেছে গানের আসরে, কেউ দাবার ছক পেতে বসবার চেষ্টায় ব্যস্ত, কেউ লুকিয়ে কিছু গরম গরম চিংড়ির কাটলেট উদরস্থ করবর জন্যে ব্যাকুল, কেউ আইনের চুলচেরা ব্যাখায় মশগুল, কেউ স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ছুটোছুটি করছে—কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর নেই।

সারা বাড়ীতে বিশৃঙ্খলা—চাকর বাকররা হায়রাণ।

শেষ রক্ষে করলে কিন্তু ওই পাঁচ বউয়ে মিলে।

পর দিন সকালে পাঁচ ভাই নিজেদের কর্ম্মদক্ষতা আর ঐক্যের প্রশংসায় আবার যখন উচ্ছসিত হয়ে উঠলো, গণ্ডগোলের সূত্রপাত হোলো তখন থেকে।

আর গণ্ডগোল বলে গণ্ডগোল !

ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, বাড়ীর আনাচে কানাচে পাঁচাল, সহর শুদ্ধু ঢি ঢি !

শুধু বাড়ীর পুরোণো চাকর মধুর মত হোলো 'এর মধ্যে রহস্য আছে'।

এই রহস্য সমাধানের প্রাণান্ত প্রচেস্টায় মধুরূপী ভনু বাঁড়ুজ্যেকে আপনারা সাহায্য করুন।

তবে দোহাই আপনাদের, হাসবেন না !

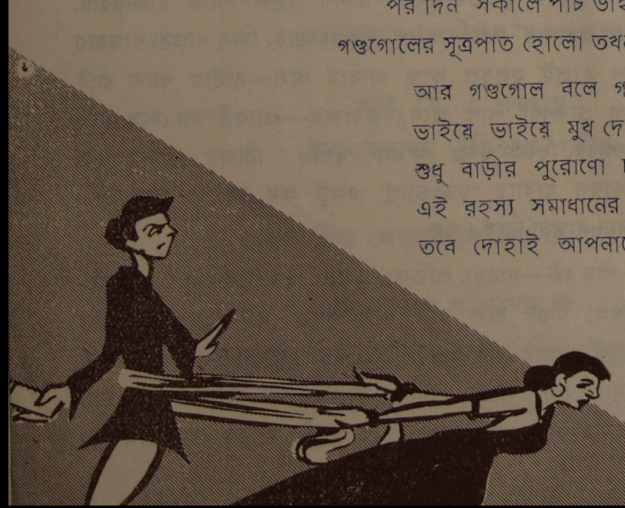

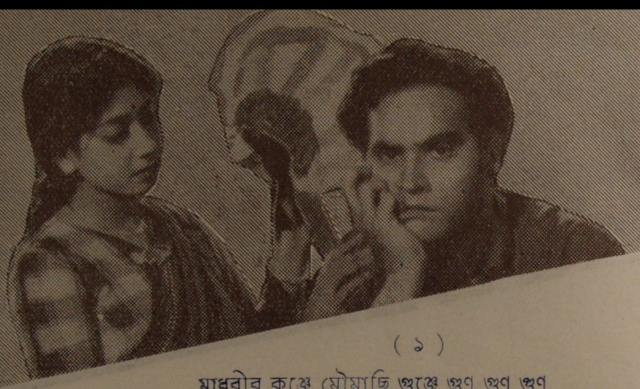

(১)

মাধবীর কুঞ্জে মৌমাছি গুঞ্জে গুণ গুণ গুণ
যবে ফাল্গুন চঞ্চল হায়
কানে কানে গানে গানে
চুপে চুপে অলি কয়।
ধন্য তোমারি মাঝে
তোমার হৃদয়ে মিশে আপনারে
খুঁজে আর পাই না যে।
পথ চাওয়া নীড়ে ঐ
পাখী ফিরে এলো ঐ
আকাশের পারে দূরে বহু দূরে
চাঁদ যবে জেগে রয়
কানে কানে গানে গানে চুপে চুপে পাখী কয়
ধন্য আমি তোমারি মাঝে
দিন শেষে আজ তোমায় আবার
ফিরে যে পেলাম সাঁঝে।
নদীরে সাগর পায়
দুজনে যে মিশে যায়
সাগরের বুকে নদী
অজানারে যবে খুঁজে লয়
কানে কানে গানে গানে চুপে চুপে নদী কয়
ধন্য তোমারি মাঝে
তোমার হাসিতে মিশে আপনারে
খুঁজে আর পাই না যে।

(২)

এই স্বাস্থ্য এই স্বাস্থ্য
চক্‌চকে দেহমন চাস্‌তো
একমন দুধ রোজ খাস্‌তো
তাগড়াই হ'বে তোর স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য।
মুরগী মোরগ ডাকবে যখন আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে
তড়াক্ করে—বিছনা ছেড়ে উঠতে হবে লাফিয়ে।
উঠেই আগে তিরিশ মাইল এক দমেতে ছুটবে
কালো আকাশ ফুটো করে আলো যখন ফুটবে।
এক বালতি চিরতারই জল মেরে দাও ঠাণ্ডা
সেই সঙ্গে কাঁচাই খাবে বত্রিশটা আণ্ডা।
তাই বলি যদি ভাল চাস্‌তো
একমন দুধ রোজ খাস তো
স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য।
পাঁচটি হাজার ডন বৈঠক এক দমেতেই সারবে,
আর হাঁফাও যদি প্রতি বারেই একটি হাজার বাড়বে।
স্কিপিং করার শব্দে যদি না কাঁপে এই বিশ্ব,
কেমন করে মানবো রে তুই স্যাণ্ডো দাদুর শিষ্য।
ভীম ভবানীর মতন বুকে তুলতে হবে হস্তী
ইঁটের মত চাই পেশী আর লোহার মত অস্থি।
তাই বলি যদি ভাল চাস্‌তো
একমন দুধ রোজ খাস্‌তো।
স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য।

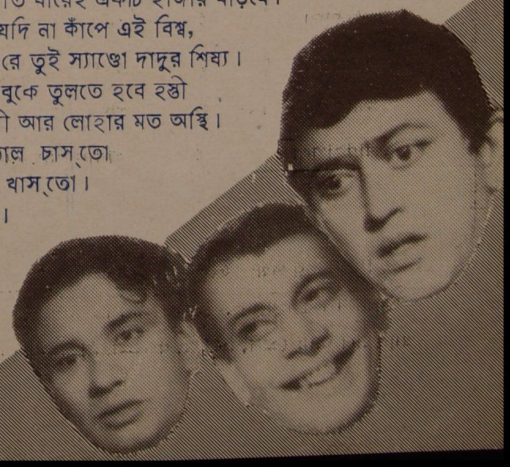

চিত্রগ্রহণ	:	দেওজী ভাই
শব্দধারণ	:	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা	:	কমল গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশ	:	সুনীতি মিত্র
ব্যবস্থাপনা	:	ক্ষিতীশ আচার্য্য,
রূপসজ্জা	:	প্রমথ, মনতোষ, নুরু
প্রচার পরিচালনা	:	ক্যাপস্ (C.A P.S)
স্থিরচিত্র	:	স্যাংগ্রীলা (Edna Lorenz)
পটশিল্প	:	কবি দাশগুপ্ত

• সহকারীগণ •

পরিচালনা	:	সুনীল রায় চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
চিত্রগ্রহণ	:	নিমাই রায়, তরুণ গুপ্ত, সৌমেন্দু রায়
শব্দধারণ	:	মৃনাল গুহ ঠাকুরতা
শিল্পনির্দ্দেশ	:	হেমেন ভৌমিক
সম্পাদনা	:	অনিত মুখার্জ্জি
রূপসজ্জা	:	পরেশ, সত্যেন
সুরসৃষ্টি	:	জয়ন্ত শেঠ
আলোক সম্পাতে	:	প্রভাস, কৃষ্ণধন, ভবরঞ্জন, অনিল
ব্যবস্থাপনা	:	প্রবীর গুপ্ত, মহেন্দ্র, বিজয়

C. A, P. S. এর পক্ষ হইতে রবি বসু দ্বারা সম্পাদিত, জনতা পিকচার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড, ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।